Rs. 2.00
মূল্য ঃ ২ টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : IX Issue : XI, 15th, February, 2021 মাঘ, ১৪২৭, বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/46375

## সম্পাদকীয়

'আবর্জনা'—এটাই শিরোনাম হওয়া উচিত ছিল। স্বাধীন ভারতের ইন্দোর শহরে দিন কয়েক আগে সরকারি উদ্যোগে ফুটপাথবাসী প্রবীণদের আবর্জনা ফেলবার গাড়িতে তুলে শহরের বাইরে পাঠাবার বন্দোবস্ত চলছিল। অনুমান, বিগত চার বছরের ভারতের 'পরিচ্ছন্নতম' শহরের খেতাব অক্ষুণ্ণ রাখতেই 'আবর্জনা' পরিষ্কারের এমন প্রবল আগ্রহ। স্থানীয় জনগণের বাধায় অবশ্য এই অমানবিক প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছে। প্রয়াস ব্যর্থ হলেও মানসিকতা সুস্পষ্ট। ইন্দোরের মতো প্রকাশ্যে না হলেও ভারত জুড়েই প্রবীণরা, বিশেষ করে গরীব, দারিদ্র সীমার নীচে বসবাসকারি প্রবীণরা চরম উপেক্ষার শিকার। কোভিড-কালে এই পরিস্থিতি আরও শোচনীয় হয়েছে। কেন্দ্রীয় সরকারের পরিসংখ্যান মতে ২০১৭ সালে ষাটোর্ধ্ব ব্যক্তিরা মোট জনসংখ্যার ৮.৫ শতাংশ এবং এটা ক্রমবর্ধমান। অথচ, অতিসাম্প্রতিককালে অন্যান্য দেশে সরকারি উদ্যোগে প্রবীণদের ভালো রাখবার জন্য যে নানাবিধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল, ভারতে সেইরূপ কোনো উদ্যোগ দেখা তো যায়ই নি, উপরন্তু মাননীয়া অর্থমন্ত্রী, শ্রীমতী নির্মলা, প্রবীণদের নিয়ে পরিহাস করেছেন। এবারের কেন্দ্রীয় বাজেটে, ৭৫ উর্ধ্ব প্রবীণদের 'আয়কর রিটার্ন' দেওয়ার মহান দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। যদিও পরে প্রকাশিত— নানাবিধ শর্ত কণ্টকিত এই সুবিধা অধিকাংশেরই অধরা থেকে যাবে। ভারতে আনুমানিক শতকরা পাঁচ শতাংশ মাত্র আয়কর প্রদান করার মত ধনী এবং এরমধ্যে ৭৫ উর্ধ্ব প্রবীণদের সংখ্যা শতকরা এক শতাংশও হবে না। তবুও প্রাজ্ঞ অর্থমন্ত্রীর ঘোষণা, ভারত সরকার প্রবীণদের জন্য যারপরনাই ভাবিত। হায় রে পোড়া কপাল! এদের ধিক্কার জানাবার মতো শব্দ বাংলা ভাষায় নেই।

তবুও বাংলা ভাষার জন্যই সারা বিশ্ব পেয়েছে ''আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস''। ১৯৫২-এর একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের কান্নার দিন, গর্বের দিন। ধর্ম ভেদাভেদ ভুলে মাতৃভাষার জন্য বাঙালি প্রাণ দিয়েছিল। এই রক্তঝরা দিনটিকে সম্মান জানাল ইউনেস্কো, ১৯৯৯ সালের ১৭ নভেম্বর, একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার মাধ্যমে। শুধু বাহান্নর আত্মত্যাগ নয়, হিন্দি সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে মানভূমের বাঙালিরা লড়াই করে ১৯৫৩ সলে প্রতিষ্ঠা করল পুরুলিয়া জেলার। বাহান্নর শহীদের রক্ত, ছাপ্পান্নর সত্যাগ্রহীর ঘাম এসে মিশেছে উনিশশো একষট্টির শিলচরের এগারো শহীদের রক্তের সঙ্গে। একই ভাষার সম্মান রক্ষার্থে তাঁদেরও প্রাণ উৎসর্গীকৃত। তাই একুশে ফেব্রুয়ারি শুধু

বাহান্নর শহীদ বরকত-সালাম নয়, শিলচরের ভাষা-শহীদ কল্পনা ভট্টাচার্য বা মানভূমের 'টুসু-গায়ক' বাঙালি সত্যাগ্রহীদেরও সম্মান জানাবার দিন। শুধু একুশে ফেব্রুয়ারি নয়, বাংলা ভাষার চর্চা হোক প্রতিদিন, প্রতিক্ষণ।

ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।

## রূপার কাছে

**মৃণাল দত্ত**

বাহাবা পাবার জন্য
তোমার কাছে নতশির
তুমি
মঘা অশ্লেষা আর
শনি মঙ্গল বিচার করে
আমাদের হাতে রত্ন পরিয়ে দাও
রত্নের কত না বাহার
লাল নীল সবুজ হলুদ
যদি কিছু না-ও দিয়ে থাকো
আমরা তোমার কাছে নতজানু থাকি।
অন্ন জোটে না
বস্ত্র নেই
খালি পেটে চোখের জলে
তোমার নিত্য বন্দনায় ঘাটতি নেই।
দারিদ্র্য ঘোচে না
তথাপি লাল হলুদ সুতো
তাগা তাবিজ বাহুতে
ঠিক যেন কর্ণের কবচকুন্ডল।
কৃপা প্রার্থী আমরা
নিত্য বন্দনা বন্দ নেই
হে রাজন।

## চাষী ও আগাছা

**ডাঃ মৃগেন্দ্র গাঁতাইত**

কেনারাম নামে এক চাষী ধান চাষ করতে করতে মহা সমস্যায় পড়ল। প্রচুর আগাছার আবির্ভাব। একবার নিড়ান দিল। কিছুদিন পরে আবার আগাছা। আগাছা হলেই ধানগাছগুলো আরো দুর্বল হতে থাকে। দোকান থেকে কিনে এনে সার ছড়াল। ধান গাছ একটা ভালো হয় বটে কিন্তু আবার আগাছার আমদানি। আগাছার ওষুধেও ঠিক কাজ হচ্ছে না। এবার আরো নতুন নতুন আগাছা। কেনারামের অনেক টাকা খরচ হল, কিন্তু ধান ভালো হল না।

কয়েক বছর এমনই চলল। মনের দুঃখে কেনারাম একদিন বসেছিল। পাশের গ্রামের এক বুড়ো চাষী করিম চাচা এসে কেনারামকে জিজ্ঞেস করল মন খারাপ করে কেন বসে আছে। কেনারাম তার দুঃখের কথা বলল। সব শুনে করিম চাচা বলল, শোন, এভাবে চাষ করলে হবে না। ভালো ফসল পেতে হলে চাই ভালো ভাবে জমি তৈরি আর পুষ্ট চারাগাছ। তুমি যেখন সার দিচ্ছ, সেই সার ধান গাছের চাইতে বেশি কাজে লাগছে আগাছার। তাই সবার আগে তুমি মাটি পরীক্ষা করাও। দেখ তোমার ধনচারা বেড়ে ওঠার জন্য ঠিক কী কী সার লাগবে। তোমার ধানচারা যদি পুষ্ট হয় তাহলে দেখবে আগাছারা সুবিধা করতে পারবে না। দেখবে, তোমার বাড়ির চারপাশে কত আপনজালা গাছ তরতরিয়ে বাড়ছে। অন্যান্য অনেক ঘাসকে টপকিয়ে তারা বেড়ে ওঠে। গাছের ভিতরের তেজ না থাকলে আগাছার সঙ্গে পেরে উঠবে না। পাড়ায় তো কত খারাপ ছেলেপিলে থাকে, কিন্তু তোমার ছেলের মনের জোর না

থাকলে কুসঙ্গে পড়ে নষ্ট হয়ে যাবে। তাই নিজের ছেলেটাকে ভালো শিক্ষা দাও। তুমি মাটি পরীক্ষা করলে জানতে পারবে তোমার জমির ধানগাছের জন্য কোন সার বেশি কাজে লাগবে। সেই সারই শুধু কিনবে। যে কোনো সার কিনলে, তোমার ধানের চাইতে আগাছারই বেশি লাভ হবে।

চাচার কথা কেনারামের মনে ধরল। মাটি পরীক্ষা করে কেনারাম জানতে পারল, ধানগাছের জন্য কোন সারটা সবচেয়ে বেশি কাজে লাগবে। আর জেনে নিল আগাছা মারার আরো কিছু ওষুধ। পরের বছর সত্যিই ধানগাছের গোছ খুব ভালো হল, আগাছার দাপট একদম কমে গেল, ধানের ফসল ভালো হল।

ক্ষেতের একটা কুমড়ো নিয়ে কেনারাম পাশের গ্রামে চাচার কাছে গেল। সব খুলে বলল। চাচা বলল, এই নিয়মটা মেনে চলবে। এটা আমি শিখেছি এক ডাক্তারের কাছে। পঁচিশ তিরিশ বছর আগে যখন পালস্ পোলিও টিকা শুরু হল, তখন ডাক্তারবাবু বুঝিয়ে বলেছিল, টিকায় থাকে এমন পোলিও ভাইরাস যা রোগ তৈরি করে না। বাচ্চার পেটের মধ্যে তো বটেই, একসঙ্গে লাখ লাখ বাচ্চাকে টিকা খাওয়ালে তাদের গু-এর মধ্যে দিয়ে খাল বিলে এত বন্ধু ভাইরাস ছড়িয়ে পড়বে যে তাদের দাপটে ক্ষতিকারক পোলিও ভাইরাস আর টিকতে পারবে না। এই করতে করতে ক্ষতিকর পোলিও ভাইরাস প্রকৃতি থেকে পাততাড়ি গোটাবে। সমাজেও দেখবে ভালোর সংখ্যাটা বাড়লে, খারাপকে নিয়ে চিন্তা করতে হবে না। খারাপ তো থাকবেই। এই যে দেখ না, কয়েকদিন ধরে লুৎফরের বখাটে ছেলেটা লাফঝাঁপ মারছে। বলছে নাকি সব কাফেরদের দেখে নেবে। আমি বললাম কাফের কারা রে? বলল, তোমার চারপাশেই আছে, তুমি চিনতে পারছ না? আমি বললাম, তুই অন্য ধর্মের লোকদের কথা বলছিস? তাদের আমি নতুন করে কী আর চিনব রে। তারা আমরা মিলেমিশে চাষবাস করি, খেটে খাই। কেউ তো কারোর কোন ক্ষতি করছে না।

কেনারাম বলল, হ্যাঁ চাচা, আমাদের গাঁয়েও দু একটা হারামজাদা লোক বলে বেড়াচ্ছে যে, এদেশে অন্যদের থাকা চলবে না। ঐ লোকগুলো নাকি সব গণ্ডগোলের মূলে, যত খুন ডাকাতি তারাই করে, ওরা সংখ্যায় বেড়ে যাচ্ছে, দেশের ক্ষতি করছে। দেখ, কী কাণ্ড! কয়েকদিন আগে পুবপাড়ায় যে চুরিটা হল সেটা তো করল পরাণ মাইতির ব্যাটা। তাহলে চাচা বল, এ কেমন কথা? চাচা বলল, এ আর নতুন কী ব্যাপার। কান ভারী করার লোক তো আছেই। তাদেরকে আগাছা ভাববে। আমাদের মধ্যে তো কোন হিংসা ঘৃণা নেই। আমরা কেন মারামারি করব? ঐ বখাটে ছেলেগুলোকে পাত্তা দিও না। আমরা ঠিক থাকলে ওদের রস শুকিয়ে যাবে। তাই সবার আগে আমাদের ঠিক থাকতে হবে। আগাছা যেমন আছে থাকুক, আমরা পাত্তা দেব না, তোমার পুষ্ট ধানগাছের মতন আমাদের নিজেদের ভাল থাকতে হবে। আমরা নিজেরা শক্ত থাকব, আগাছা নিয়ে মাথা ঘামাব না। তুমি আমি ভালো থাকলে আগাছা আর কী করবে?

কেনারাম বলল, কোন গণ্ডগোল হবে না তো চাচা?

একটু থেমে চাচা বলল, এই যে দেখছ না, এখন করোনা হচ্ছে। শুনি, ভাইরাস তো আছে নানা রকম, আজ করোনা, কাল বার্ড ফ্লু, এর পরে আরো কত কী আসবে কে জানে। কিন্তু মানুষের শরীরের নিজের তাকতটা বাড়াতে হবে। দেখ না,

তাকত বাড়ানোর জন্য কত কী খেতে বলছে। নিজের তাকতটা যদি ঠিক থাকে তাহলে কোন আগাছা তোমার ধানগাছকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। শুধু আগাছার ভয় না করে, গাছের তাকত বাড়াও। তাকতওয়ালা গাছের বীজকে রক্ষা কর, আরো বেশি বেশি সেই বীজ তৈরি কর। আমরা বুড়োরা তো আছি। আমরা নিজেরা ঠিক থাকলে কীসের ভয় বাপু?

কেনারাম আনন্দমনে ঘরে ফিরে গেল।

## "জয় শ্রীরাম"

**তপনকুমার দাস**

রাজনীতি কলুষিত হল নেতাজির ১২৫তম জন্মজয়ন্তীতে। ভারতবর্ষসহ সারা বিশ্ব দেখলেন এই দৃশ্য। যা শুধু ভারতের কাছে নয় বিশ্বের কাছেও লজ্জা। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে কেন্দ্রীয় তথ্য ও সংস্কৃতি দফতর কর্তৃক আয়োজিত নেতাজির ১২৫তম জন্মজয়ন্তী অনুষ্ঠানে রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ দেবার প্রাক্কালে দর্শকাসন থেকে ক্রমাগত আওয়াজ আসতে শুরু করল "জয় শ্রীরাম" "জয় শ্রীরাম"। এই দুঃখজনক ঘটনার প্রতিবাদে মুখ্যমন্ত্রী ভাষণ না দিয়ে মঞ্চ ত্যাগ করলেন। কোনো অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ডেকে এনে তাঁকে অপমান বা অসম্মান করা নিন্দনীয় ও অনভিপ্রেত। অতীতেও এই বিশেষ রাজনৈতিক দলের কর্মীরা মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে 'জয় শ্রীরাম' ধ্বনি দিয়েছেন। তার জন্য দলের তরফে কেউ দুঃখ প্রকাশ করেননি। সত্যিই দুঃখজনক। মুখ্যমন্ত্রী মঞ্চে সদর্পে বলেছেন কোনো সরকারি মঞ্চে কোনে রাজনৈতিক দলের কথা বলা যাবে না। সত্যিই কি তাই। আসলে উনি যখন যেমন তখন তেমন। একদিন তার গলায় গলায় বন্ধু ছিল এই দলটির। তিনিই তো খাল কেটে কুমির এনেছেন। তিনিই তো তাদের দয়ায় কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলেন।

যে কোনো সরকারি মঞ্চে মাননীয়া দলের কর্মসূচির কথা তুলে ধরেন। যেমন বর্তমানে স্বাস্থ্যসাথী ও সাইকেল বিতরণ ইত্যাদি। তাঁর মুখে এ কথা শোভা পায় না। তিনি নিজেই কোনটা দল আর কোনটা সরকার গুলিয়ে ফেলেন। সুতরাং তাঁর বার বার ভাবা উচিৎ কোথায় কোন কথা বলবেন।

সেদিনের ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলের অনুষ্ঠানে প্রতিবাদ করে তঁর বক্তব্য বলা উচিৎ ছিল। তা না করে জয় বাংলা বলে তাঁর আসনে বসে পড়লেন। এই ধ্বনি ১৯৭১ বালোদেশ মুক্তিযুদ্ধের সময়। মুজিবর রহমান তখন সব ভাষণের শেষে জয় বাংলা বলতেন। এটা সঠিক কিনা জনসাধারণ বলবেন। তাঁর এক সাংসদ টুইট করে বললেন এক ঝাঁক বাঁদরের মধ্যে একজন সিংহী বসে আছেন। ফলে কি দাঁড়াল যে, প্রধানমন্ত্রীসহ অনেক গুণীজনেরাও কি বাঁদর। এর কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী কোনো প্রতিবাদ করলেন না।

আমরা যারা বস্তুবাদে বিশ্বাস করি তারা অবশ্যই "রাম" বলে কোন ব্যক্তি ছিল কী না তা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করি। যার কোনো ইতিহাস নেই শুধু মাত্র কল্প কাহিনী, তার পিছনে দৌড়াবার কোনো প্রয়োজন নেই। যে সমস্যা মানুষের বেঁচে থাকার, তার দিকে নজর না দিয়ে রামের দিকে নজর দেবার প্রয়োজন নেই। কোনটা বেশি প্রয়োজন সেটাই আমাদের দরকার। সেটা হলো মৌলিক বিষয়।

# এক দুঃসহ মুহূর্তে কিঞ্চিৎ আনন্দলাভ

ছায়া মুখার্জী

সমগ্র পৃথিবী জুড়ে এক দুঃসহ ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। চারিদিকে শুধু ত্রাস এবং স্বজন হারানোর আর্তনাদে আকাশ বাতাস ভারী। সমগ্র পৃথিবীই স্তব্ধ। মানুষজন প্রায় সকলেই গৃহমুখী। এমনকী দরজা-জানালা পর্যন্ত বন্ধ। একান্ত প্রয়োজনে খুব অল্প সংখ্যক মানুষ মুখোশ ও মাথায় টুপি পরে বের হতে বাধ্য হয়েছে। এই অবস্থার জন্য দায়ী এক ভয়াবহ ব্যাধি করোনা-১৯—যা কিনা অন্যান্য সাধারণ জ্বরের সঙ্গে সাদৃর্য রেখে সমস্ত স্তরের মানুষের দেহে প্রবেশ করে মহামারির আকার ধারণ করেছে।

ফলে স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, আদালত, অফিস-কাছারি, কলকারখানা, বাজার-হাট এমন কী আন্তর্জাতিক বিমান ও অন্তর্দেশীয় বিমান থেকে রেল, বাস, ট্রাম সমস্ত যানবাহন চলাচল নিষিদ্ধ ছিল। দিন-তারিখ সময় নির্দ্ধারিত করে সরকারি নির্দেশনায় চলছিল লকডাউন। কাজেই এই কঠিন মুহূর্তে আমরা উক্ত রোগের শিকার হয়ে কত বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়স্বজন এমন কী দেশের এবং বিদেশের বহু স্মরণীয় এবং বরণীয় ব্যক্তিত্বকে হারিয়ে একরকম একা একাই বিগোয় ব্যথায় কাতর হয়ে পড়লাম। বহু মানুষ এইভাবে থাকতে থাকতে মানসিক ভারসাম্যের শিকার হতে লাগলো।

এই রোগের ছিল না সঠিক ওষুধ, ছিল না চিকিৎসার বিজ্ঞানসম্মত পরিকাঠামো। মানুষ, হাসপাতাল ও নার্সিংহোমগুলির দরজায় দরজায় রোগী ভর্তি নিয়ে, এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়।

এরকমই এক দমবন্ধ করা পরিস্থিতিতে আমাদের ছেলে যেন ঈশ্বরের বাণীর মতো আমাদের কাছে পিঠে কোথায়ও দু-চারদিন ঘুরে আসার সন্ধান দিতে লাগলো। আমরা দেখলাম কোথায় কোথায় যাতায়াত চালু হয়েছে এবং সম্পূর্ণভাবে করোনাবিধি মেনে। ও আমাদের নেটে ছবি দেখিয়ে বললো যে পূর্ব মেদিনীপুরে মান্দারমণির পুরুষোত্তমে 'রামকৃষ্ণ স্বামী বিবেকানন্দ মঠ ও মিশনের' অতিথি ভবনে যেতে পারো। অন্যান্য জায়গার নামের প্রস্তাব থাকলেও আমরা ওই মান্দারমণির মঠকেই বেছে নিলাম।

সুন্দর বাংলো-বাড়ির মতো চারিদিকে বিশাল জায়গা নিয়ে ফুল ও ফল গাছে ভরা নিরিবিলিতে অবস্থান করছে এই অতিথিশালা। প্রায় সারাবছরই অতিথিদের যাতায়াত লেগেই আছে। সুদৃশ্য ব্যালকনিসহ চৌদ্দখানা ঘর আছে। পাঠ্যপুস্তক কেন্দ্র ও চিকিৎসা কেন্দ্রসহ আম, জাম, জামরুল, কাঁঠাল, কলা, সবেদা, নারকেল, লেবু ইত্যাদি গাছসহ ফুলের বাগনে ডালিয়া, চন্দ্রমল্লিকা, টগর, গাঁদা, জুঁই, বেল, গোলাপ, নানারকমের জবা, তুলশী, ভৃঙ্গরাজসহ নানারকমের ভেষজ গাছ-গাছালি। আর ফুলের বাগানে রঙ বেরঙের প্রজাপতিরা খেলা করে বেড়াচ্ছে। গাছে গাছে নানা প্রজাতির পাখির মধুর ডাকেই সকালের ঘুম ভাঙতো। সমুদ্র সৈকত হেঁটে যেতে মাত্র পাঁচ মিনিট। সৈকতে লাল কাঁকড়ার ছুটোছুটি আছে। ঠিক যেন পলাশ ফুল ছড়িয়ে আছে। তবে হ্যাঁ, লাল কাঁকড়া, দেখতে হলে শীতের নিঃঝুম দুপুরে বা গরমকালে খুব সকালে সূর্যোদয়ের পর। যাবার পথে বিঘা বিঘা জমিতে ফলেছে টুমেটো, ওলকপি, বাঁধাকপি, কাঁচালঙ্কা, বেগুন, আলু

ইত্যাদির চাষই বেশি। আর ধানও চাষ হয়। গাছ কাটা হয়ে গেছে। আমরা ফোন করে ঘর বুক করে ১২ জানুয়ারি চলে আসি। ওখানকার আতিথেয়তাও স্মরণীয়। এই ছোট্ট ভ্রমণ যেন অন্ধকারময় জীবনে মনের দুয়ারে জ্যোতির্ময়ের প্রবেশ ঘটিয়ে এক অনাবিল আনন্দে মুখরিত করে তুলল।

## —ঃ স্মরণে ঃ—

**পারুল বালা সাহা**

জন্ম ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫

প্রয়াণ ঃ ২২ জানুয়ারি, ২০২১

সকল পাঠক, পাঠিকা, সদস্য/সদস্যা, বন্ধুজনকে 'প্রবীণবার্তা'-য় লেখা পাঠাবার অনুরোধ জানাই। আপনার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, গল্প, কবিতা বা মননশীল প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য পাঠান। অনুরোধ, কাগজের দুদিকে লিখবেন না এবং লেখার কপি রাখবেন।

**সম্পাদকমণ্ডলী**


- বিজ্ঞাপন -

**জনস্বাস্থ্য পরিষেবায় ৭৬ বছর**

পিপলস্ রিলিফ কমিটি (পঃ বঃ)

২৬সি, দিলখুসা স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০১৭

দূরাভাষ ঃ ২২৮০ ৪৯৪০ / ৯৪৪৪

যাদবপুর কেন্দ্র

**বকুল দত্ত স্মৃতি ভবন**

৩/৮০, চিত্তরঞ্জন কলোনি, রাজা এস.সি.মল্লিক রোড, যাদবপুর, কলকাতা - ৭০০ ০৩২

বাস স্টপ ঃ অন্নপূর্ণা, 'একতা হাইটস' এর পাশে

দূরভাষ-২৪২৫ ৪৪৫৪ (সন্ধ্যা ৬-৭টা)

**কম খরচে**

**রোগনির্ণয়ে রক্ত পরীক্ষা**

সোমবার থেকে শনিবার (সকাল ৮টা-১১টা)

**স্পেশালিষ্ট ক্লিনিক**

পরামর্শ ১০০ টাকা + পি. আর. সি. সহায়তা ১০ টাকা

১) ডঃ উৎপল ব্যানার্জী (অর্থোপেডিক) এম.এস, ডি.এন.বি (অর্থো)

প্রতি মাসের ২য়/৪র্থ শুক্রবার সন্ধ্যা ৬টা-৭টা

২) ডঃ প্রদ্যুৎ শূর এম.ডি. (গাইনোকলজিস্ট) বুধবার, সন্ধ্যে ৭টা-৯টা

৩) ডঃ বি. বাউর-এম.ডি. (জেনারেল মেডিসিন)-বুধবার, ৩টা-৪টা

৪) ডঃ সৌম্য চ্যাটার্জি এম. ডি. (নিউরো-সাইকিয়াট্রিস্ট ও নেশা মুক্তি) মঙ্গলবার, ৮টা-৯টা

৫) ডঃ মৌমিতা চ্যাটার্জী এম.ডি. (জেনারেল অ্যান্ড চেষ্ট মেডিসিন), সোমবার, সন্ধ্যে ৮টা-৯টা

আবেদন _____

বিধান পল্লিতে নির্মিয়মান বৃদ্ধাবাসের জন্য অর্থ সাহায্য করুন।


Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Monalisa Printers, D/26 Katjunagar, Kolkata - 700 032 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune geriatrics@gmail.com. Website : bethunegeriatric.in